

প্রধান শিক্ষকরা দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রেডে বেতন পাবেন

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা শেষ পর্যন্ত গেজেটেড মর্যাদা নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্ধারিত গ্রেডে বেতন ভাতা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর অর্থসচিবের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে অনুযায়ী তারা ১১তম গ্রেডে ১৬ হাজার টাকার ক্ষেত্রে বেতন ভাতা পাবেন। তবে এ বিষয়ে বৈষম্য দূরীকরণসহ বিদ্যমান জটিলতা নিরসনে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটি বেতন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সুপারিশ করবে। পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। সোমবারের বৈঠকে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, প্রাথমিক ও

■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৪

প্রধান শিক্ষকরা (৩য় পৃষ্ঠার পর)

গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার, অর্থ সচিব হেনায়েতুল্লাহ আল মামুন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ্জ-জামান, অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালসহ উভয় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবদুল আউয়াল তালুকদার ও সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরীসহ ১৭ সদস্যের প্রতিনিধিও বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠক শেষে আমিনুল ইসলাম চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে ২০১৪ সালের ৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন। সেই ঘোষণা বাস্তবায়ন হয়নি। এ নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়। জটিলতার ফাঁদে পড়ে প্রধান শিক্ষকদের এমনই অবস্থা হয়েছিল যে, তাদের অধীন সহকারী শিক্ষকরা বেশি বেতন ভাতা পাচ্ছিলেন। আজকের (সোমবার) বৈঠকে দ্বিতীয় শ্রেণী হিসেবে বেতন ক্ষেত্রের নির্ধারিত গ্রেডে বেতন ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'গেজেটেড মর্যাদার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করেছি। কিন্তু কোনো লাভ হল না। বরং বেতন ভাতাও কম পাচ্ছি। এ অবস্থায় মর্যাদা বাদ দিয়ে টাকটাই নিতে রাজি হয়েছি। প্রধান শিক্ষকরা এখন বেক্যাসহ দ্বিতীয় শ্রেণী হিসেবে নির্ধারিত গ্রেডে বেতন ভাতা পাবেন।'

ব্যানবেইস পরিচালকের কার্যালয়	
প্রাপ্তি নং.....	
তারিখ.....	
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সহকারী কর্মকর্তা	
সি.এম.	
স্বাক্ষর/জ্ঞাতার্থে	
স্বাক্ষর	